ভোরের কাগজ

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

কুড়িগ্রামে প্রধান শিক্ষকের তেলেসমাতি ৮ পদে ১৬ শিক্ষক নিয়োগ!

তৈয়বুর রহমান, কুড়িগ্রাম থেকে : জেলার রাজারহাট উপজেলার একটি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দুদিনের ব্যবধানে ৮টি শূন্যপদে ১৬ জনকে নিয়োগ দিয়ে দুর্নীতির রেকর্ড স্থাপন করা হয়েছে হরিশ্বর তালুক নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি দুজনে মিলে এই নিয়োগ জালিয়াতি করে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিধিবহির্ভূতভাবে প্রায় ২ বছর ধরে একই পদে দুজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও গোপনে পৃথক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করার বিষয়টি সম্প্রতি ফাঁস হয়ে গেলে জালিয়াতির বিষয়টি উদঘাটিত হয়।

এদিকে জেলা শিক্ষা অফিসার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ঐ প্রধান শিক্ষককে তদন্তের সময় বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে বললেও তিনি তদন্তের দিন উপস্থিত না হয়ে এখন পর্যন্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বর্তমানে ঐ বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের উপপরিচালক আব্দুল মজিদের ভাতিজা জারজিস আলী রানু সহকারী শিক্ষক ও মামাতো ভাই মাসুদার রহমান মৌলভী শিক্ষক পদে দ্বিতীয় দফায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ কারণে প্রকৃত নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এই উপপরিচালকের কাছে প্রধান শিক্ষকের জালিয়াতির বিষয়ে দুদফা লিখিত অভিযোগ করলেও আত্মীয়দের রক্ষার স্বার্থে তিনি কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি।

জানা গেছে, রাজারহাট উপজেলার হরিশ্বর তালুক নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৯৮ সালে। এ বছরের শেষে ২৪ ডিসেম্বর '৯৮ সালে বিদ্যালয়ের সভাপতি তমু মোল্লার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান শিক্ষক পদে শফিকুল ইসলামসহ ৯ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এরপরে বিদ্যালয়টি ১৯ জুন ২০০১ সালে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। সে অনুযায়ী বিদ্যালয়টির স্বাভাবিক কার্যক্রম চলে আসছিল। সম্প্রতি এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা লক্ষ্য করেন, তাদের স্কুলে আরো শিক্ষক ও কর্মচারী স্কুল চলাকালীন উপস্থিত থেকে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ ও জটলা পাকাতে শুরু করে। এ অবস্থায় পূর্বের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা জানতে পারেন তাদের একই পদে ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে শিক্ষকরা অনুসন্ধান করে কাগজপত্র সংগ্রহ করে দেখতে পান, প্রথম নিয়োগের দুদিন পরের তারিখ অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে একই পদে (প্রধান শিক্ষকসহ) ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কাগজপত্রে দেখা যায়, পূর্বের নিয়োগ বাতিল না করেই একই পদে এই নিয়োগ দেওয়া হয়। সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় যে, প্রধান শিক্ষক দুদফা নিয়োগপত্র তৈরি করলেও দুটি নিয়োগেই তিনি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এছাড়াও স্কুলে রক্ষিত হাজিরা খাতায় প্রথম নিয়োগকৃত শিক্ষকদের সঙ্গে হাজিরা স্বাক্ষর করেন। পাশাপাশি গোপনে রাখা হাজিরা খাতায়ও দ্বিতীয় দফায় নিয়োগকৃত শিক্ষকদের সঙ্গেও স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় হাজিরা খাতায় লক্ষ্য করা গেছে, হাজিরা খাতায় তড়িঘড়ি স্বাক্ষর করায় সরকারি ও বিদ্যালয় ছুটির দিনেও হাজিরায় স্বাক্ষর করা হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম ও সভাপতি তমু মোল্লা একই পদে ভুয়া নিয়োগ প্রদান করে নগদ ৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। এছাড়াও জেনারেল রিজার্ভ ফান্ডের সমুদয় টাকা, বিদ্যালয়ের জন্য আসা বরাদ্দ ১ মেট্রিক টন চাল ও ৩ বান্ডিল টিন লোপাট করেন।

অন্যদিকে, জেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার মাহমুদা বেগম গত ৭ জুলাই প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধান শিক্ষককে পত্র দিলেও তিনি উপস্থিত থাকেননি। এরপর তাকে আরো দুদফা চিঠি পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জেলা শিক্ষা অফিসে হাজির হওয়ার অনুরোধ জানালেও তিনি হাজির হননি।

ঐ স্কুলের শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম কাগজপত্রে ভুয়া স্বাক্ষর নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যকে বাদ দিয়ে ভুয়া জমির দলিল দেখিয়ে তার আপন ভাই খলিলুর রহমানকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বানিয়েছেন। শিক্ষকরা অভিযোগ করেন তার জালিয়াতি কর্মকাণ্ডে এলাকার মানুষজনের মাঝে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হলে তিনি গত দুমাস ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এমতাবস্থায়, বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। দেড় শতাধিক ছাত্রীর শিক্ষাজীবন এখন অন্ধকারের পথে ধাবিত হচ্ছে।